সার-সংক্ষেপ

বাংলা ছন্দে যতি ও যতিলোপ : পুনর্বিচার

PhD [কলা বিভাগ] উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী

গবেষক সুতপা সেনগুপ্ত

ক্রম- সংখ্যা AOOBE 1101315 বর্ষ 2015-16

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

২০২৩

সার সংক্ষেপ

বাংলা ছন্দে যতি ও যতিলোপ : পুনর্বিচার

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক আলোচনা : গবেষণার বিষয়, পূর্বপাঠ-পর্যালোচনা এবং পদ্ধতি ও সংগঠন

ক. বিষয় প্রসঙ্গ

বাংলা ছন্দের মূল কাঠামো বিশ্লেষণ দ্বারা সূত্র নির্ণয় করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্র সেন অন্যতম। স্বীকার করা ভালো যে, তিনিই যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সূত্রগুলি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশিত যতিলোপ বিষয়ক সূত্রটি ছন্দোরীতির প্রাথমিক আবশ্যিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। বর্তমান গবেষণায় সূত্রটির পুনর্বিচার ও বিকল্প অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

আত্তেয়-সংগ্রহ এবং তার দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের নিরীক্ষণ এই গবেষণার প্রক্রিয়াগত তথা পদ্ধতিগত একটি দিক, বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি দ্বারা তত্ত্বানুসন্ধান গবেষণাটির অপরাংশের প্রক্রিয়া। সংগৃহীত আত্তেয় নিরীক্ষণের সাহায্যে বাংলা ছন্দে যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ক প্রবোধচন্দ্র-কৃত আপত্তির নিরসন ঘটানো এবং সেইসূত্রে তাঁর নির্দেশিত যতিলোপ প্রয়োগের পুনর্বিচার তথা তজ্জনিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এই গবেষণার মূল আধেয়। আত্তেয় -নিরীক্ষণের মাধ্যমে তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও পুনর্বিচারের পথটি প্রস্তুত হয়েছে । ছন্দবিশ্লেষণের দ্বারা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। চর্যাপদ থেকে শুরু করে বাংলা কবিতার সব ক-টি পর্বের পথ ধরে বিশ শতকের সাতের দশক পর্যন্ত লিখিত বিভিন্ন কবির কবিতাপঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে সেগুলির ছন্দবিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার উদ্দিষ্ট তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

খ. পূর্বপাঠ পর্যালোচনা : বাংলা ছন্দ-চর্চা, প্রবোধচন্দ্রের পূর্বকালীন ও সমকালীন

১. চক্রবর্তী, নরহরি। *ছন্দঃসমুদ্র* (অংশ ১৩৫৬, ১৩৬৫)

২. Halhed, Nathaniel Brassey. *A Grammar of the Bengal Language* (১৭৭৮)

৩. রায়, রামমোহন। *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৪৫)

৪. শর্ম সরকার, শ্যামাচরণ। *বাঙ্গলা ব্যাকরণ* (১৮৫২)

৫. রায়, নন্দকুমার। *ব্যাকরণ দর্পণ* (১২৫৯)

৬. বিদ্যানিধি, লালমোহন। *কাব্যনির্ণয়* (১৮৯৮)

৭. রায়চৌধুরী, ভুবনমোহন। *ছন্দঃকুসুম* (১২৭০)

৮. বাচস্পতি, মধুসূদন। *ছন্দোমালা* (১৮৬৮)

৯. ন্যায়রত্ন, রামগতি। *বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব* (১২৯৪)

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ছন্দ* (১৯৩৬)

১১. দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ। *ছন্দ-সরস্বতী* (১৩৫৫)

১২. মজুমদার, মোহিতলাল। *বাংলা কবিতার ছন্দ* ১৩৫৫

১৩. রায়, দিলীপকুমার। *ছান্দসিকী* (১৩৪৭)

১৪. মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন। *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র* (১৯৪০)

১৫. ভট্টাচার্য, তারাপদ। *ছন্দোবিজ্ঞান* (১৯৪৮)

গ. গবেষণার পদ্ধতি ও সংগঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই গবেষণার উদ্দেশ্য : বাংলা ছন্দে প্রবোধচন্দ্র সেন- নির্দেশিত যতিলোপ বিষয়ক সূত্রের পুনর্বিচার। বাংলা কবিতার আদিতম প্রাপ্ত উদাহরণ থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত চয়িত উদাহরণে ধারাবাহিকভাবে যে ছন্দ-প্রয়োগগত নজির পাওয় যায়, তা হলো — যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বাংলা ছন্দের একটি

স্বাভাবিক প্রবণতা। এই ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন প্রবণতার অসংখ্য দৃষ্টান্তের নিরিখে এটিকে বাংলা ছন্দের গঠন-বিন্যাসের একটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রয়োগ হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। সেক্ষেত্রে উক্ত যতিলোপ সূত্র, যা কিনা ছন্দগঠনের প্রাথমিক শর্তগুলি লঙ্ঘন করছে, সেটি কত দূর কার্যকর, তা বিচার করে দেখা আবশ্যক। সূত্রটির বিকল্পের অনুসন্ধানও এর অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণা পদ্ধতি : আত্তেয়-নিরীক্ষণমূলক ও তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক। বাংলা ভাষায় লিখিত পদ্যরূপ-নির্ভর সাহিত্যের (চর্যাপদ থেকে বিশ শতকের সাতের দশক পর্যন্ত লিখিত) আত্তেয় সংগ্রহ এবং সেগুলি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত যতিলোপ বিষয়ক সূত্রের পুনরায় বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভ পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে পাদটীকা অধ্যায়ের শেষে রাখা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রসঙ্গগুলির বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য প্রসঙ্গ : গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিক প্রাথমিক বিষয়, বাংলা ভাষায় ছন্দতত্ত্ব চর্চার পূর্ব- ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং গবেষণার পদ্ধতি ও সংগঠনের বিবরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য প্রসঙ্গ : সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা ছন্দের সাধারণ নিয়মাবলি ও দৃষ্টান্ত, এই তিন ভাষার ছন্দতত্ত্বে নির্দেশিত যতিনিয়ম, যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন ও যতিলোপ বিষয়ক ধারণা

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য প্রসঙ্গ : মূলত প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দোধারণার বিবর্তনের গতিরেখা এবং তাঁর সমসাময়িক কবি-ছান্দসিকদের ছন্দোধারণা, যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে তাঁদের অভিমত

চতুর্থ অধ্যায়ের পরিকল্পনা : চর্যাপদ থেকে বিশ শতকের সাতের দশক অব্দি লিখিত কবিতার নির্বাচিত দৃষ্টান্তের সংকলন এবং ছন্দ-বিশ্লেষণ দ্বারা যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনের কারণে এবং উপপর্বের

অসমবিভাজনের নজির প্রদর্শন

পঞ্চম অধ্যায়ের পরিকল্পনা : প্রবোধচন্দ্রের ছন্দোগ্রন্থ *ছন্দ পরিক্রমা* (প্রথম প্রকাশ ১৩৭২ / ১৯৬৬। বর্তমান মুদ্রণ ২০০৭) এবং *নূতন ছন্দ পরিক্রমা* (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬। বর্তমান মুদ্রণ ২০১১) যতিলোপ নির্দেশের কল্পে প্রদত্ত উদাহরণগুলির বিশ্লেষণ করে এবং ছন্দোনিয়ম প্রয়োগ করে পেশ করা — ১. কেন ও কীভাবে যতিলোপ ছন্দোরীতির অত্যাবশ্যক শর্ত / নিয়ম পালনে ব্যর্থ, তার তাত্ত্বিক যুক্তিসহ ব্যাখ্যা ২. কোন সমস্যার কারণে প্রবোধচন্দ্র যতিলোপ নির্দেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটি সনাক্তকরণ ও আলোচনা ৩. সেই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের সূত্র নির্ণয়ের প্রয়াস।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যতি ও যতিলোপ : সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা ছন্দের নিয়ম

ক.

প্রসঙ্গ : সংস্কৃত ছন্দ

সংস্কৃত ভাষায় পদ্যের সংজ্ঞা হলো – যেখানে চারটি চরণ বা পাদের একত্র সমাবেশ হয়, তাকে বলা হয় পদ্য। এই পদ্যের ছন্দ দুই রীতির –বৃত্ত ও জাতি। উভয় রীতির ছন্দের ক্ষেত্রেই গণ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গণ হলো বিবিধ বিন্যাসে তৈরি হওয়া গুরু ও লঘু অক্ষরের সমাবেশ। সংস্কৃত ছন্দে সমস্ত ধ্বনি লঘু ও গুরু এই দুই ভাগে বিভক্ত। হ্রস্ব স্বর এবং হ্রস্বস্বরান্ত অযুক্ত ও যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি লঘু হিসেবে গণ্য। দীর্ঘ স্বর ও দীর্ঘস্বরান্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি গুরু হিসেবে গণ্য। এছাড়া যুক্তাক্ষর, অনুস্বর ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্রস্ব ধ্বনিগুলিও গুরু হিসেবে গণ্য হয়।

বৃত্ত রীতির ছন্দ গণনা হয় অক্ষরের (অর্থাৎ সিলেব্‌ল্‌) সংখ্যা দ্বারা । বৃত্ত তিন প্রকারের — সম, অর্দ্ধসম ও বিষম। অক্ষরের (সিলেব্‌ল্‌) লঘুত্ব, গুরুত্ব ও সংখ্যার ভিন্নতা দ্বারা এই তিন প্রকার বিন্যস্ত হয়েছে। বৃত্ত ছন্দে প্রয়োগের প্রয়োজনে মোট আটটি গণ আছে । প্রতি গণে অক্ষরের সংখ্যা তিন। এই আটটি গণের ও গুরু- লঘু বর্ণের নানাবিধ বিন্যাসে বৃত্ত রীতির নানা ছন্দের বিচিত্র রূপ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ এই ছন্দ প্রত্যক্ষতঃ quantitative নয়।

জাতি ছন্দ গণনা হয় মাত্রার নিরিখে। তাই একে মাত্রিক ছন্দ বলেও অভিহিত করা হয়। এই রীতির ছন্দে প্রত্যেক পাদ বা চরণের মাত্রাসংখ্যা গণনা করা হয়। একটি লঘু স্বরের উচ্চারণের সময়খণ্ডটিকে এক মাত্রা হিসেবে গ্রাহ্য করা হয়। দীর্ঘস্বর উচ্চারণের সময়খণ্ড দ্বিমাত্রা -সংবলিত ।
প্রত্যেক মাত্রিক গণে চারটি মাত্রা থাকে। মাত্রাগণ ৫ প্রকার — সম ও বিষম পাদে গণ ব্যবহার ও

মাত্রাসংখ্যার বিভিন্নতায় গড়ে উঠেছে নানা জাতিছন্দ।

যতি প্রসঙ্গে পিঙ্গলাচার্যের মত, ‘ছন্দোগ্রন্থে ছন্দোনিবদ্ধ শ্লোকসমূহের পাদাদিবিভাজকের (অর্থাৎ বিশ্রামস্থলজ্ঞাপকের) নাম যতি’ (১২৭)। কালিদাস বলেছেন, ‘রসজ্ঞার অর্থাৎ জিহ্বার বিরামস্থানকে কবিরা যতি বলেন, সেই যতি বিচ্ছেদ বিরাম প্রভৃতি নানাবিধ নামে উল্লিখিত হয়’ (৩-৪)। গঙ্গাদাস সূরির মতে ‘জিহ্বার অভিলষিত বিশ্রামস্থানকে (অর্থাৎ জিহ্বা যে স্থানে স্বেচ্ছায় বিশ্রাম লাভ করে সেই সেই স্থানকে) কবিগণ যতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন’ (১৬) তিনি আরও বলছেন ‘শ্বেতমাণ্ডব্যপ্রভৃতি মুনিগণ কোন ছন্দেই যতি স্বীকার করেন না, আমার গুরু পুরুষোত্তম ভট্ট স্বকীয়গ্রন্থে এই কথা বলেছেন’ (১৭)। আবার একথাও লিখছেন যে, ‘যতি ছন্দের সর্বত্র থাকে না। যদি পদান্তে যতি থাকে, তবে চমৎকারাতিশয় হয়। পদমধ্যে উহা থাকিলে শোভা নষ্ট করে। উক্ত যতি যদি স্বরবিহিতসন্ধিসমান্বিত হয়, তবে তাহাতে উৎকর্ষ বৃদ্ধিই হয়’ (১০-১১) ।

সংস্কৃত পদ্যে দেখা যাচ্ছে, সব ছন্দে যতির উল্লেখ নেই। কালিদাসের *শ্রুতবোধঃ*-তে ৩৯ টি ছন্দের বিবরণ আছে, তার মধ্যে মাত্র ১৪ টি ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি যতিনিয়মের উল্লেখ করেছেন। গঙ্গাদাস সূরির *ছন্দোমঞ্জরী*-তে ২৭৪ টি ছন্দের বিবরণ আছে, তার মধ্যে ৫২ টি ছন্দে যতিনিয়মের উল্লেখ করেছেন। পিঙ্গলাচার্যের *ছন্দঃসূত্রম্*-এ ২১২ টি ছন্দের বিবরণ আছে, তার মধ্যে ৭৯ টি ছন্দে যতিনিয়ম উল্লেখ করেছেন (১৯ টি ছন্দের পাদান্তে যতি) এবং ৩ টি ছন্দ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, সেগুলিতে কোনও যতিনিয়ম নেই।

বৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রে লঘু-গুরু অক্ষরের বিন্যাস গণগুলি দ্বারা নির্ধারিত করেছেন অধিকাংশ ছান্দসিক (ব্যতিক্রম কবি কালিদাস, তিনি তাঁর ছন্দোগ্রন্থ *শ্রুতবোধঃ*-তে গণের উল্লেখ না করে অক্ষরের গুরুত্ব-লঘুত্বই উল্লেখ করেছেন মাত্র)। অক্ষরের সংখ্যা-দ্বারা (অর্থাৎ সমপাদে এতগুলি অক্ষর এবং বিষমপাদে এতগুলি অক্ষর এইভাবে) ব্যবস্থিত বৃত্ত ছন্দের পদ্য। যতিনিয়মের ক্ষেত্রে এত-সংখ্যক

অক্ষরে যতি পড়ে বা পাদান্তে যতি পড়ে ইত্যাদি নির্দেশ দ্বারা যতিস্থল নির্দিষ্ট।

জাতি ছন্দের ক্ষেত্রে মাত্রিক গণগুলি দ্বারা অক্ষরের মাত্রাসংখ্যার লঘুত্ব-গুরুত্ব নির্দেশ করে বিন্যাসের নানা সজ্জা রচিত হয়েছে। মাত্রার সংখ্যা দ্বারা (অর্থাৎ সমপাদে এত মাত্রা ও বিষমপাদে এত মাত্রা এইভাবে) নিবদ্ধ জাতি ছন্দের পদ্য। যতিনিয়মের ক্ষেত্রে এত-সংখ্যক মাত্রায় যতি পড়ে বা পাদান্তে যতি পড়ে এরূপ নির্দেশ দ্বারা যতিস্থল নির্দিষ্ট।

সংস্কৃত ভাষার কোনও ছন্দেই উপযতি ও যতিলোপ বিষয়ক কোনও সূত্র পাওয়া যায় না।

খ .

প্রসঙ্গ : ইংরেজি ছন্দ

ইংরেজি ভাষার ছন্দ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এই ভাষার একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। অধিকাংশ ইংরেজি শব্দেই কোনও কোনও সিলেব্‌ল্‌ প্রস্বরযুক্ত (accented) হয়। ইংরেজি ছন্দে তথা ভাষায় প্রযুক্ত প্রস্বরটি হলো stress accent (সংস্কৃত ও প্রাচীন গ্রিক ভাষায় ব্যবহৃত pitch accent নয়)। ইংরেজি উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতা এই যে, monosyllabic অর্থাৎ একস্বর (a, of , to ইত্যাদি) শব্দ ব্যতীত সমস্ত শব্দেরই কোনও না কোনও syllable-এ accent অপরিহার্য এবং এর স্থান অপরিবর্তনীয়রূপে নির্দিষ্ট। এই accent-জনিত অধিপ্রস্বর কখনও শব্দের আদিতে(da/wn, go/lden), কখনও শব্দের মধ্যে (unha/ppy, huma/nity) এবং কখনও শব্দের অন্তে (ago/ , be tra/y) থাকে। দীর্ঘ শব্দগুলিতে স্বভাবতই একাধিক syllable-এ accent ফলত stress (Ro/ sa be/lle, so/l i tu/de) থাকে। শব্দের এই প্রকৃতিগত প্রস্বরপ্রবণতা ও শব্দে তার অবস্থানগত বৈচিত্রকে কাজে লাগিয়ে, সেগুলি পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করার প্রক্রিয়াতেই ইংরেজি ছন্দের নানা রীতির নিয়মগুলি তৈরি হয়েছে।

ইংরেজি ছন্দের একটি পর্ব(measure / foot) হলো — নির্দিষ্ট সংখ্যার accented syllable এবং unaacented syllable-এর অবস্থানগত সজ্জার এক নিয়মিত বিন্যাস। প্রধানত চারটি ছন্দোরূপ এই নিয়ম দ্বারা নির্মিত হয়। মূল অভিসন্দর্ভে উদাহরণ-সহ বিস্তারিত পরিচয় আছে।

ইংরেজি সব ক-টি ছন্দই বহুপার্বিক হতে পারে। একটি পঙ্‌ক্তিতে পাঁচের বেশি পর্ব থাকলে মধ্যস্থানে কোথাও একটি দীর্ঘ যতি পড়ে। তবে সেটির স্থান নির্দিষ্ট নয়, এমনকি পর্ব-মধ্যেও তা থাকতে পারে। [২]

ইংরেজি ছন্দে উপপর্ব এবং যতিলোপের কোনও ধারণা বা প্রয়োগ নেই।

গ. প্রসঙ্গ : বাংলা ছন্দ

বাংলা ছন্দ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বাংলা ভাষার দু-একটি নিজস্ব প্রবণতার উল্লেখ করা প্রয়োজন —

১ আদি ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে যোগ থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাভাষা বেশ পৃথক। বাংলা বর্ণমালার দীর্ঘ স্বরগুলির উচ্চারণ দীর্ঘ নয় ; অর্থাৎ আ, ঈ, ঊ ইত্যাদি বর্ণের ধ্বনি — অ, ই, উ ইত্যাদি হ্রস্ব বর্ণের সমান মানেই উচ্চারিত হয়, বাড়তি সময় বা গুরুত্ব অধিকার করে না। সংস্কৃত-প্রাকৃতের দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ অপভ্রংশ যুগেই ক্ষীণ হতে শুরু করেছিল। পরবর্তী সময়ে বিশেষত আধুনিক কালে বাংলা উচ্চারণে তার আর কোনও চিহ্ন প্রায় নেই।

২ বাংলা শব্দভাণ্ডারে হলন্ত ধ্বনি অধিক প্রযুক্ত। এমনকি সংস্কৃত থেকে প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত তৎসম শব্দগুলি বাংলা উচ্চারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বরান্ত ধ্বনি ত্যাগ করে হলন্ত শব্দে পরিণত হয়েছে। যেমন পুরুষ, বিরাজ, আদান, বায়স ইত্যাদি অসংখ্য শব্দের লিখিত বানানে হসন্ত চিহ্ন না থাকলেও উচ্চারণে শেষ ধ্বনিটি ব্যঞ্জনান্ত। ফলে বাংলা ছন্দে শুধুমাত্র স্বরের গুরু-লঘুত্বের কোনও অবকাশ নেই। বরং হলন্ত

বা ব্যঞ্জনান্ত সিলেব্‌ল্‌ তথা রুদ্ধদল বাংলা ছন্দের গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

৩ বাংলা উচ্চারণের আর একটি বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণকালে অ্যাক্‌সেন্ট সবসময়েই শব্দ বা শব্দসমষ্টির প্রথম স্বরটিকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায়। ফলত বাংলা ভাষার তিন রীতির ছন্দেই অধিপ্রস্বর পর্বের আদিস্বরের ওপরে স্থাপিত হয়। ইংরেজি ছন্দের মতো পর্বের মধ্যে বা শেষেও স্থাপিত হওয়ার অবকাশ নেই।

৪ বাংলা ছন্দে শব্দস্থিত ধ্বনির একক হলো দল (syllable) এবং দল উচ্চারণে ব্যয়িত সময়ের একক হলো মাত্রা। স্বরান্ত দলটি মুক্ত দল (open-ended syllable) হিসেবে এবং ব্যঞ্জনান্ত দলটি রুদ্ধ দল (close-ended syllable) হিসেবে চিহ্নিত হয়। বাংলাভাষার তিন ছন্দে সর্বত্রই মুক্তদলের মাত্রাসংখ্যা ১। রুদ্ধদলের মাত্রাসংখ্যা কোনও ছন্দে সর্বদা ১ ;কোনও ছন্দে সর্বদা ২ ; কোনও ছন্দে দলের অবস্থান-ভেদে কখনও ১ এবং কখনও ২ ।

৫ বাংলা ছন্দে একটি পঙ্‌ক্তি এক বা একাধিক সমমানের পূর্ণ পর্ব ও অন্তত একটি অপূর্ণ পর্ব দ্বারা বিভাজিত হতে পারে। পূর্ণ পর্বের থেকে কম মাত্রার কোনও পর্ব যদি পঙক্তির শেষে থাকে, তাকে অপূর্ণ পর্ব বলে অভিহিত করা হয়। প্রথম পূর্ণ পর্বের আগে একটি অতিপর্ব থাকতে পারে, সেটির দলসংখ্যা তথা মাত্রাসংখ্যা পূর্ণ পর্বের থেকে কম হয়।

বাংলা ছন্দের রীতি নিয়ম

বাংলা কবিতায় তিন রীতির ছন্দ : দলবৃত্ত, সরল কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত। মূল অভিসন্দর্ভে উদাহরণ-সহ বিস্তারিত পরিচয় আছে।

বাংলা ছন্দে যতিনিয়ম

বাংলা ছন্দে পূর্ণ যতি পঙ্‌ক্তির শেষে থাকে। প্রতি পর্বের শেষে থাকে পর্বযতি। পর্বকে অল্প সময়ের জন্য বিভাজিত করে উপপর্ব, উপপর্ব বিভাগের যতির নাম উপযতি। দুয়ের বেশি পর্ব থাকলে, পঙ্‌ক্তির মধ্যস্থানে একটি বিরতি থাকে, তাকে বলা হয় পদযতি। অর্থাৎ পর্বের সংখ্যা দুয়ের অধিক হলে একটি পঙ্‌ক্তি দুটি পদে বিভাজিত থাকে।

পর্ব ও উপপর্ব বিভাজনে কোনও কোনও কবিতার কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসুবিধা বোধ করে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন ‘যতিলোপ’ বিষয়ক একটি সূত্র প্রবর্তন করেছেন। অর্থাৎ যে যে পর্ব এবং জোড়সংখ্যক মাত্রাযুক্ত পর্বের যে যে উপপর্ব সমানভাবে বিভাজিত করা অসুবিধাজনক বলে তাঁর ধারণা জন্মেছে, সে সে স্থানে তিনি যতিলোপ ঘটানোর প্রস্তাব দিয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রবোধচন্দ্র সেন-কৃত বাংলা ছন্দের সূত্র ও পরিভাষা নির্মাণের গতিরেখা এবং যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে তাঁর সমসাময়িক ছান্দসিকদের অভিমত

এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মূলত প্রবোধচন্দ্র সেন-কৃত ছন্দ-পরিভাষা ও বাংলা ছন্দের নানা উপকরণ বিষয়ে ধারণার বিবর্তনের গতিরেখা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সমসাময়িক কবি-ছান্দসিকদের ছন্দোধারণা এবং যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে অভিমত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১ সিলেব্‌ল্‌ -এর পারিভাষিক শব্দ –

স্বর । ১৩২৯ / ১৯২৩ - 'বাংলায় সব স্বরেরই লঘু বা একমাত্রিক উচ্চারণ হয়। কেবল ঐ কার ও ঔ কারের গুরু বা দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ হয়। তাছাড়া হসন্ত বর্ণ, অনুস্বার ও বিসর্গ পরে থাকলেও পূর্ববর্তী স্বরের দুই মাত্রা গণনা হয়। (১৩২৯ পৌষ, " বাংলা ছন্দ : মাত্রাব্রৃত্ত")

'যেহেতু এ ছন্দ প্রতি চরণের অন্তর্গত অক্ষরসংখ্যার বা মাত্রাসংখ্যার উপরে নির্ভর না করে স্বরসংখ্যার উপরে নির্ভর করে, সেহেতু এ ছন্দকে 'স্বরবৃত্ত' নাম দেওয়া সংগত মনে করি।'
(১৩২৯ মাঘ, "বাংলা ছন্দ : স্বরবৃত্ত")

১৩৩৮ ফাল্গুন সংখ্যায় (বিচিত্রা) প্রকাশিত প্রবন্ধে — স্বর বা ধ্বনি । এখানে যোগ হচ্ছে স্বরবর্ণ – অমিশ্র ধ্বনি (অ, আ) ও স্বরান্ত ব্যঞ্জন বর্ণ – মিশ্র ধ্বনি (ক, কা, শ্রী) এবং অযুগ্ম ধ্বনি (পা, বে) ও যুগ্ম ধ্বনি (পান্‌) – র ধারণা । আবার আছে যুগ্মধ্বনির দুটি ভাগের প্রসঙ্গ – ব্যঞ্জনান্তিক (জল্‌) ও স্বরান্তিক (দুই) । যদিও দুটি প্রবন্ধে 'দ্বিদল' ও 'ত্রিদল' (১৩৩৮ অগ্রহায়ণ, বিচিত্রা ও ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ, বিচিত্রা) শব্দে দলের উল্লেখ করেছেন, তবু ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত 'স্বর' শব্দটিই ছিল।

'দল' শব্দটি এসেছে *ছন্দ পরিক্রমা* (প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭ / ১৯৬০) । এখানে open vowel – মুক্ত স্বর, closed vowel – রুদ্ধস্বর (দ্বৈতশ্রুতি স্বরধ্বনি – ১৮ টি তালিকাভুক্ত হয়েছে) এবং open ended syllable – মুক্তদল ও close ended syllable – রুদ্ধদল হিসেবে চিহ্নিত।

২ ‘মাত্রা’ শব্দটি তিনি প্রথম থেকেই প্রয়োগ করেছেন বর্তমান অর্থেই। এ বিষয়ে নানা জটিলতা ঘটেছে, এবং ধারণাটিকে তিনি ক্রমশ আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন। এ বিষয়ে মূল অভিসন্দর্ভে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

৩ ‘অক্ষর’ সংস্কৃত ছন্দে সিলেব্‌ল্‌ অর্থেই ধার্য, একথা বলেছেন। একথাও লিখেছেন যে, ‘এ অক্ষর আর ইংরেজি সিলেব্‌ল্‌ (syllable) একই জিনিস।’ (১৩২৯) ইতিমধ্যে নানা প্রবন্ধের পর ১৩৩৯ সালে লিখেছেন – ‘কাজেই দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত ছন্দের আলোচনায় যাকে বলে অক্ষর, বাংলা ছন্দের আলোচনায় তাকেই আমি স্বর বলেছি।’ এরকম কিছু কথা বিভ্রান্তিকর হলেও, এই পর্বেই তিনি ‘অক্ষরবৃত্ত’ ছন্দের মূল প্রবণতা শনাক্ত করে চিহ্নিত করেছিলেন।

৪ বাংলা ছন্দ তিনটির নামকরণ

‘অক্ষরবৃত্ত নির্ভর করে অক্ষরসংখ্যার উপরে, মাত্রাবৃত্ত মাত্রাসংখ্যার উপরে এবং স্বরবৃত্ত স্বরসংখ্যার উপরে। এখানেই বাংলা ছন্দের তিন ধারার পার্থক্য।’ ১৩২৯ সালে ছন্দবিষয়ক প্রথম প্রবন্ধে তাঁর এই মত।

১৩৩৮-এ লিখিত “ছন্দোবিশ্লেষ” প্রবন্ধে অক্ষরবৃত্তের পরিবর্তে ‘যৌগিক পয়ার’ নামে অভিহিত করেন।

১৩৩৯-এ “বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ” প্রবন্ধে উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করে – চারটি ছন্দের।

১ মাত্রাবৃত্ত (quantitative), ২ স্বরবৃত্ত (syllabic), ৩ যৌগিক (mixed) ও ৪ স্বরমাত্রিক (syllabic- quantitative)। পরবর্তীকালে স্বরমাত্রিক ছন্দটিকে শ্রেণীকৃত না করে, তিনটি ছন্দেরই উল্লেখ ও আলোচনা করেন।

ছন্দ পরিক্রমা (১৩৭২ / ১৯৬৬) -য় এগুলির নাম হলো – স্বরবৃত্তের বদলে দলবৃত্ত, মাত্রাবৃত্তের বদলে সরল কলাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত / যৌগিক ছন্দের বদলে মিশ্র কলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত।

৫ পর্ব, উপপর্ব, পদ, প্রস্বর, যতি ও যতিলোপ

ছন্দ পরিক্রমা-য় পর্ব, উপপর্ব এবং পঙ্‌ক্তি-মধ্যের ‘পদ’ স্থান নেয়। ১৩২৯-১৩৩৯ সময়পর্বে প্রথমদিকে ‘পূর্ণ পর্ব’কে পদ (এবং পাদ) শব্দে অভিহিত করেন, ১৩৩৮ থেকে পর্ব ও অর্ধ পর্ব (উপপর্ব অর্থে) শব্দগুলি আসে। ১৩৩০ সালে ‘ঈষদ্‌ যতি’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, তিনি এটি উপযতি অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এবং উপপর্ব-কে ‘ক্ষুদ্র পাদ’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

‘যতিলোপে’র ধারণাটি এখানেই প্রথম দেখা যায় –

"অমনি পড়ে গেলে প্রত্যেক ছয় মাত্রার প্রত্যেকটি পাদের ঠিক মধ্যস্থলে একটা করে সূক্ষ্ম ছেদ আবিষ্কার করা যায়। ⋯ বস্তুত খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয় যে, তিন-তিনটি মাত্রার এক-একটি ক্ষুদ্র পাদ বা মাপকাঠির সাহয্যেই এ ছন্দ রচিত হয়। ⋯

" মাঠে মা : ঠে ধান । ধরে না : কো আর

এবং

মাঝখা : নে তুমি । দাঁড়ায়ে জননী

এখানে কোলনচিহ্নিত তিনটি জায়গায় পাদমধ্যবর্তী ছেদ বা ঈষদ্‌যতিটি কানে ধরা দেয় না, ওই যতিটি লুপ্ত হয়ে দুটো ক্ষুদ্র ভাগ একত্র জোড়া লেগে গেছে। কিন্তু ওই ঈষদ্‌যতি থাকাটাই এর যথার্থ প্রকৃতি ⋯ এই ঈষদ্‌যতির সাহায্যেই এ ছন্দের তালরক্ষা হয়।" (১৩৩০) ।

আবার যখন বলছেন – "প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পরে ধ্বনির পরে ধ্বনির বিরতি অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, সুতরাং এদুটি যতিকে ঈষদ্‌যতি নাম দেওয়া যায় । -

আপাতত । এই আনন্দে ।। গর্বে বেড়াই । নেচে

কালিদাস তো । নামেই আহেন ।। আমি আছি বেঁচে" (১৩৩৮) কিংবা যখন জানাচ্ছেন "পূর্বে বলেছি ঈষদ্‌যতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছন্দপঙ্‌ক্তির অংশকে বলা যায় পর্ব। ⋯ ঈষদ্‌যতি ও অর্ধযতির বিভাগ অনুসারে ছন্দপঙ্‌ক্তিকে 'পর্ব' ও 'পদ'-এ বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আছে —তখন বিভ্রম ঘটে।

১৩৩৮ তেই - পূর্ণপর্ব অর্থে 'ছন্দপর্ব' – "ঝোঁক ও যতির মধ্যবর্তী যে অংশ তাকেই বলছি ছন্দ-পর্ব।" এখানেই প্রস্বর-কে বিশ্লেষণে চিহ্নিত করেন –

সখি প্র / তি দিন হায় । এ / সে ফিরে যায় । কে /

(১৩৩৯ -এ " এই পদদুটি এক-একটি ঈষদ্‌যতি দ্বারা দুটি করে পর্বে বিভক্ত হয়নি" এখানে ঈষদ্‌যতি-কে পর্বযতি বলেই মনে হয়। উদাহরণও দিচ্ছেন – 'রূপ্‌ সাগ রের্‌ ত লে । ডুব্‌ দিনু আমি' এবং বলছেন যতিলোপ হওয়াতে দুটি করে পর্ব জুড়ে গিয়ে দুটি যুক্তপর্বিক পদ তৈরি হয়েছে।)

ছন্দ পরিক্রমা (১৩৭২) তে উপপর্ব, পর্ব, পদ এবং অণুযতি, উপযতি, পর্বযতি, অর্ধযতি/ পদযতি ও পূর্ণযতি ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দগুলি যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত হয়। যতিলোপের প্রসঙ্গ এই বইটিতে আছে।

নূতন ছন্দ পরিক্রমা (১৩৯২ /১৯৮৬) -তে পর্বযতির আর এক নাম দিচ্ছেন – লঘুযতি। যতিলোপ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ বইটিতে আছে। এখানে কবিতার পদযতি, পর্বযতি ও উপযতির স্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনকে প্রবোধচন্দ্র স্পষ্টতই কবিদের ছন্দদোষ হিসেবে চিহ্নিত করে দিচ্ছেন।

এই অধ্যায়ে প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দোধারণা ও পরিভাষা নির্মাণের যোগসূত্রে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, তারাপদ ভট্টাচার্য, দিলীপকুমার রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের ছন্দোধারণা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে তাঁদের অভিমত লিপিবদ্ধ হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা কবিতায় যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং উপপর্বের অসমবিভাজন : দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে একটি তালিকা পেশ করা হয়েছে।

চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্ত পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্য, উনিশ শতক এবং বিশ শতকের সাতের দশক — এই পরিসরে প্রধান কবিদের কবিতাপঙ্‌ক্তি বিশ্লেষণ করে পদযতি, পর্বযতি ও উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং উপপর্বের অসমবিভাজনের দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে। উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে পদযতি, পর্বযতি ও উপযতির বিরতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনের কারণে এবং উপপর্বের অসমবিভাজনের কারণে প্রবোধচন্দ্র সেন-নির্দেশিত যতিলোপের প্রয়োগ হতে পারে।

তালিকা থেকে কয়েকটি উদাহরণ :

সরলবৃত্ত ছন্দ। ৪ মাত্রার পূর্ণ পর্ব

আ মার্ শ। প তি লা গে ॥ না ধাই হ। ধে নুর্ আ। গে
১ + ২ + ১ । ২ + ২ ॥ ১ + ২ + ১ ॥ ১ + ২ + ১ । ১

… ব লাই ধা। ই ব আ গে ১ + ২ +১ । ২ +২

… শ্রী দাম্ সু। দাম্ সব্। পা ছে ১ + ২ + ১ । ২ + ২ । ২
(বৈষ্ণব পদ, বলরাম দাস)

আর্ পা রে। আম্ বন্ ॥ তাল্ বন্। চ লে ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

গাঁ য়ের্ বা। মুন্ পা ড়া ॥ তা রি ছা য়া। ত লে ১ + ২ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২
(আমাদের ছোট নদী, রবীন্দ্রনাথ)

হাওয়া বয় সনসন তারারা কাঁপে ২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২ । ১

অ নেক্ দূ। রের্ বন্ ১ + ২ + ১। ২ + ২

জেনে কিবা। প্রয়োজন ২ + ২। ২ + ২

(জং, প্রেমেন্দ্র মিত্র)

সরলবৃত্ত ছন্দ। ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব

বি র তি আ হা রে। রা ঙা বাস্ প রে ৩ +৩। ২ + ২ + ২
(বৈষ্ণব পদ, চণ্ডীদাস)

ল হ রীর্ পর্। ল হ রী তু লি য়া। আ ঘা তের্ পর্। আ ঘাত্ কর্ ২ + ২। ৩ +৩। ২ + ২ +২। ৩ + ২
(নির্ঝরের স্বপনভঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ)

লাফ্ মে রে ধ রে। মো র গের্ লাল্। ঝুঁ টি ৩ + ৩। ২ + ২ +২। ২

… ত ত বিক্ খ্যা ত। নয়্ এ হৃ দয়্। পুর্ ২ + ২ + ২। ৩ + ৩। ২
(আনন্দভৈরবী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

বা বা ভোর্ বে লা। ডিউ টি তে গে লে ২ + ২ + ২। ৩ + ৩

… ছি ল আড্ ডায়্। স দস্ স্য যা রা ২ + ২ + ২। ৩ + ৩
(দুই বোনের কবিতা, জয় গোস্বামী)

মিশ্রবৃত্ত ছন্দ

আ শার্ ছ। ল নে ভু লি ॥ কী ফল্ ল। ভি নু হায়্ ৩ + ১। ২ + ২ ॥ ৩ + ১। ২ + ২
(আত্মবিলাপ, মধুসূদন দত্ত)

কে ন ধৃষ্ ট । পা পের্ দুর্ ॥ দান্ ত সৈন্ ন্য । যত ২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ২+ ২ । ২
(*প্রেম-প্রবাহিনী*, বিহারীলাল চক্রবর্তী)

ছুঁ ড়ির্ কল্ । ল্যা ণে যে ন ॥ বু ড়ি না হি । ত রে ৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ +২ । ২
(বিধবা বিবাহ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

সে কি ক থা । যা রে চে য়ে । ছি লে ২ + ২ । ২ + ২ । ২

পাও নাই । সন্ ধান্ তা । হার্ ২ + ২ । ১ + ৩ (১ +২+ ১) । ২
(সে কি ? কামিনী রায়)

ক থা ব লো । আ বে গে ভা ॥ সি য়ে দাও । দেশ ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

… তোমা দের্ । জী বন্ মুদ্ ॥ দ্রায়্ কো নো । চিন্ হ নেই । তার্ ২ +২ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২ । ২ +২ । ২
(যাবার সময় বলেছিলেন, শঙ্খ ঘোষ)

যা কি ছু আ । দিম্ তাই ॥ ত্যা গের্ ম । তন্ চ্যু ত ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২
(বৈদূর্যমণি, অমিতাভ গুপ্ত)

পঞ্চম অধ্যায়

যতিলোপ নির্দেশের কারন নির্ণয়, যতিলোপ প্রয়োগে উদ্ভূত সমস্যার বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য সমাধানের প্রস্তাব

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দীর্ঘকালব্যাপী বাংলা কবিতার উদাহরণ সংকলিত করে এটাই দেখাতে চাওয়া হয়েছে যে, যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে ছন্দতাত্ত্বিকের অভিযোগ থাকলেও, বাংলা কবিতার শুরু থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কবিরা এই প্রয়োগ করেই চলেছেন। অত্যন্ত ছন্দসচেতন কবিদের কবিতায়ও এর প্রয়োগ প্রচুর। শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতা ধরলেই যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনের এক বিশাল তালিকা তৈরি হতে পারে।

এই প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রবোধচন্দ্র সেন ‘যতিলোপ’ নির্দেশ করেছেন। লিখছেন, "কবিতা আবৃত্তিকালে আমাদের উচ্চারণে অনেক সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাশিত বিরতি ঘটে না। উচ্চারণের এ-রকম অ-বিরতিকে বলা হয় ‘যতিলোপ’ বা ‘যতিলঙ্ঘন” (১৯, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)। রবীন্দ্রনাথের একটি পঙ্‌ক্তিতে যতিলোপের উদাহরণ দেখিয়ে বলেছেন, “ আধুনিক কালের রচনায় অর্ধযতি লোপের দৃষ্টান্ত খুব বিরল। ⋯ এরকম অর্ধযতিলোপের দৃষ্টান্ত আধুনিক সাহিত্যে যত বিরল, অধুনাপূর্ব সাহিত্যে তত বিরল ছিল না।” (২০, ঐ)। আর এক উদাহরণের সূত্রে বলেছেন, “ দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম পর্বযতিলোপের ফলে আবৃত্তির সময়ে একটু খটকা লাগে। তাই এইজাতীয় পর্বযতিলোপের দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না।” (২২, ঐ)।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের তালিকাটি এটাই প্রমাণিত করে যে, এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ও আশা সফল হয়নি। কবিরা যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনে বিরতি ঘটাননি। এবং আবৃত্তিকালেও এর ফলে কোনও সমস্যা দেখা দেয় না। কারণ, মনে রাখতে হবে, পদ্যছন্দ নিজেই এক কৃত্রিম স্বরপ্রয়োগ, সাধারণ উচ্চারণের সঙ্গে এর চালের একটি পার্থক্য আছে। যতি ও বাচনের নিয়মিত ব্যবধান ও উচ্চারণের উচ্চাবচতা তথা ধ্বনিঝংকার এই ছন্দে প্রাণশক্তি আনে।

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে তাঁর আপত্তির সমর্থনে সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম উদ্ধৃত করে বলছেন, “ এ নিয়মটি যে শুধু বাংলাতেই খাটে তা নয়, *পিঙ্গলচ্ছন্দসূত্রম্*-এর টীকাকার হলায়ুধও এ নিয়মের উল্লেখ করেছেন —
পূর্বোত্তরভাগয়োরেকাক্ষরত্বে তু (পদমধ্যে) যতির্দুষ্যতি
এবং এই শব্দমধ্যবর্তী পর্ববিভাগদোষের দৃষ্টান্তস্বরূপ এই পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন —
এতস্যা গ-। ণ্ডতলমমলং । গাহতে চন্দ্রকক্ষম্ ” (৩৪৬-৪৭, *ছন্দ জিজ্ঞাসা*) । এ প্রসঙ্গে *ছন্দোমঞ্জরী*

গ্রন্থের লেখক গঙ্গাদাস সূরির একটি সূত্র উল্লেখ করছি "প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোন কোন ছন্দেই যতির কথা বলিয়াছেন, [সর্বত্র নহে]। উক্ত যতি পদান্তস্থ হইলে সমধিক উৎকর্ষাধায়ক এবং পদমধ্যস্থ হইলে দুঃশ্রবত্বহেতু অত্যন্ত শোভাবিঘাতক হইয়া থাকে। কিন্তু উহা স্বরসন্ধিবিশিষ্ট হইলে পদমধ্যেও শোভাবর্ধক হয়।" (১৬, অনু রামধন ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ) । হলায়ুধ ভট্ট যে উদাহরণটি দিয়েছেন, সেখানে 'গণ্' এই সিলেব্‌ল্ একটি পর্বে আছে, অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিতে একটি পর্ব শেষ হচ্ছে, যা সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের নিয়মকে পুষ্টি দেয় না। গঙ্গাদাসের "স্বরসন্ধিবিশিষ্ট হইলে পদমধ্যেও শোভাবর্ধক হয়" এই নির্দেশকেই সমর্থন করে। ফলে সংস্কৃত ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী পর্ববিভাগ তখনই দোষের, যখন তা একটি পর্বের শেষে হলন্ত ধ্বনি স্থাপন করছে । বাংলাভাষার শব্দোচ্চারণে হসন্তের প্রবণতা ও আধিক্য এতটাই বেশি যে ব্যঞ্জনান্ত / হলন্ত ধ্বনির মান ও ব্যবহারবিধি দীর্ঘস্বরপ্রবণ ও স্বরধ্বনি-প্রধান সংস্কৃত ভাষার থেকে যারপরনাই ভিন্ন। একটি পর্বের অন্তে হলন্ত ধ্বনি অর্থাৎ রুদ্ধদল থাকা বাংলায় দোষের নয়।

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনে তাঁর আপত্তি ও যতিলোপের নির্দেশ কেবল উচ্চারণজনিত সংস্কারের কারণে নয়। ছন্দগত কারণটি তিনি *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*-য় লেখেননি, কিন্তু পূর্ববর্তী *ছন্দ পরিক্রমা* বইটিতে স্পষ্ট ভাবেই লিখেছিলেন ।

"সে কি : মনে : হবে । এক : দিন : যবে । ছিলে : 'দরিদ্র' । মাতা

আঁচল : ভরিয়া । রাখিতে : ধরিয়া । ফল : ফুল : শাক । পাতা

(রবীন্দ্রনাথ, চিত্রা, দুই বিঘা জমি)

'দরিদ্র' শব্দটি দুই-দুই মাত্রায় অবিভাজ্য। এ শব্দের মধ্যে উপযতি স্থাপনের কোনো সুযোগ নেই। তাই ধরে নিতে হবে এটি লুপ্ত হয়েছে। এ-রকম উপযতি লোপের দৃষ্টান্ত খুব সুপ্রাপ্য নয়।" যদিও এই পৃষ্ঠাতেই কয়েক লাইন আগে তিনি লিখেছেন অন্য এক উদাহরণ-সূত্রে – "দেখা যাচ্ছে কোথাও তিনের প্রাধান্য, কোথাও দুয়ের। এ-ভাবে দ্বিবিধ ভঙ্গির যথেচ্ছ সমাবেশ ঘটাবার সুযোগ থাকাতে ছন্দোগতিতে বৈচিত্র্য দেখা দেয়, ছন্দোগত শ্রুতিরস অক্ষুণ্ণ থাকে। শুধু তিন মাত্রার বা শুধু দুই মাত্রার ভঙ্গিতে চললে ছন্দস্পন্দ হত একঘেয়ে, আর তাতে কান হত ক্লান্ত।"

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনকে যদি সমস্যা বা সমস্যার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে তার সমাধান যতিলোপ দ্বারা হতে পারে না। এ বিষয়ে কারণ ও সমাধানের প্রয়াস করেছি।.

১ বহু স্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন স্বীকার করতে হবে। স্বীকার করলে কোনও সমস্যা হয় না, বরং যতিলোপের চেষ্টা করলেই সংকট হতে পারে। পদযতি লোপের নির্দেশ দিয়েছেন এমন একটি উদাহরণ –

নি জ হস্ তে । নির্ দয়্ আ x ঘাত্ ক রি । পি তঃ

ভা র তে রে । সেই স্বর্ গে । ক র জাগ । রিত

নৈবেদ্য ৭২, রবীন্দ্রনাথ

এখানে আঘাত শব্দটি দু ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে অর্ধযতি বা পদযতির কারণে। প্রবোধচন্দ্র এই স্থানে যতিলোপের নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আমরা যদি আ # ঘাত এভাবেই উচ্চারণ করি, টের পাব যে প্রস্বর ‘ঘাত্’ এই দলের ওপরেই পড়ছে। যেহেতু এটি একটি পর্বের আদিতে আছে, তাই এই অধিপ্রস্বরটি গিলে নেওয়া যায় না। [প্রশ্ন উঠতে পারে, শব্দের মধ্যখানে অধিপ্রস্বর পড়া সম্ভব কিনা। এ বিষয়ে প্রবোধচন্দ্রের ব্যাখ্যাটিই উল্লেখ করি –“ কিন্তু পদ্যভাষায় ছন্দপর্বের প্রথম উপপর্বের আদিতে পড়ে অধিপ্রস্বর, অন্য উপপর্বের আদিতে উপপ্রস্বর। যদি কোনো দীর্ঘ শব্দের মধ্যে লঘুযতি স্থাপিত হয় তবে লঘুযতির পরবর্তী শব্দপর্বের আদিতেই পড়ে অধিপ্রস্বর আর প্রথম শব্দপর্বের আদিতে পড়ে উপপ্রস্বর” (১৫, নূতন ছন্দ পরিক্রমা)।] যতিলোপ করে ‘নির্দয় আঘাত করি’এক টানে উচ্চারণ করার চেষ্টা খুব সফল হবে না, জোর করে উচ্চারণ করলে শ্বাসবায়ুর সামান্য অভাব অনুভূত হবে, যা অন্য পর্ব এবং পদের ক্ষেত্রে ঘটছে না। উপরন্তু যতির অভাব ঘটালে অন্য পঙ্‌ক্তির স্বাভাবিক চা্লের থেকে ভিন্ন হয়ে গিয়ে এখানে ছন্দের গতি ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

এই কবিতায় আরও একটি পঙ্‌ক্তি আছে, যেখানে অর্ধযতি / পদযতির স্থানে শব্দ খণ্ডিত হয়েছে

পৌ রু ষে রে । ক রে নি শ ।। ত ধা নিত্ ত । হে থা

দুটি পঙ্‌ক্তিতে লঘুযতি / পর্বযতিস্থানে শব্দ খণ্ডিত হয়েছে –

আ প ন প্রাং । গন্ ত লে । দি ব স শর্ । ব রী

অ জস্ স্র স । হস্ স্র বি ধ । চ রি তার্ থ । তায়্

প্রবোধচন্দ্র এগুলির ক্ষেত্রে যতিলোপ নির্দেশ করেননি। কারণ, শব্দের মধ্যখণ্ডন ওই তিনটি ক্ষেত্রে সেই সমস্যার উদ্ভব ঘটাচ্ছে না, যা ঘটছে “নিজ হস্তে …” পঙ্‌ক্তিটিতে।

সমস্যা এই যে, একটি পর্ব দুটি সমান মাত্রার উপপর্বে বিভাজিত হয়, এই অবধারণকে এটি নস্যাৎ করে দিচ্ছে।

নি জ হস্ তে । নির্ দয়্ আ । ঘাত্ করি । পিতঃ –এখানে দ্বিতীয় পর্বটি সমান দুভাগে অর্থাৎ দুটি দ্বিদল উপপর্বে বিভাজিত হচ্ছে না। ‘দয়্’ দলটি অবিভাজ্য, ফলে তা ‘নি জ : হস্ তে’ -র মতো ২ + ২ মাত্রায় ভাগ না হয়ে , হচ্ছে ৩ + ১ মাত্রায় (নির্ দয়্ : আ) । যদি ‘আপন’ উচ্চারণ না করে ‘আপন্’ উচ্চারণ করা হয়, তাহলে ওখানেও পর্বটি ৩ + ১ মাত্রায় (আ পন্ : প্রাং) উপপর্বদুটি বিভাজিত হবে।

দলবৃত্ত ছন্দে প্রতি দলের মাত্রাসংখ্যা ১, ফলে উপপর্ব বিভাজনে মাত্রার সমতা বজায় থাকে। পঞ্চমাত্রিক (উপপর্ব সাধারণত ৩ +২ মাত্রায়) ও সপ্তমাত্রিক (উপপর্ব সাধারণত ৩ + ৪ মাত্রায়) সরলবৃত্তে উপপর্ব বিভাজিত হয় অসম মাত্রায়। যেহেতু এক্ষেত্রে উপপর্বের সমবিভাজন সম্ভবপর নয়, সেগুলির ক্ষেত্রে যতিলোপের নির্দেশ আসে না। চতুর্মাত্রিক সরলবৃত্ত, ষষ্ঠমাত্রিক সরলবৃত্ত, অষ্টমাত্রিক সরলবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন বারবার ওঠে প্রবোধচন্দ্রের প্রকল্পে।

৪ মাত্রার সরলবৃত্ত –

হিল্ লোলে । হেথা দোলে । লা বণ্ ণ । পান্ নার্ ২+২ । ২ + ২ । ১ + ২ + ১ । ২ + ২
(সত্যেন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, মুক্তবেণী)

৬ মাত্রার সরলবৃত্ত –

তা হলে শুকনো । জীব নের্ মূলে ৩ + ৩ । ২ + ২ + ২

বিশ্ শ্বাস্ নেই । সে জীব নে ছাই ২ + ২ + ২ । ৩ +৩
(শঙ্খ ঘোষ , আড়ালে)

মিশ্রবৃত্ত

ক লম্ পে । ছ নে ছায়া । তুমি ১ + ২ + ১ । ২ +২ । ২

… ভু লের্ শি । কার্ নয় । বা কারো পা ।। য়ের্ তলা। তো মার্ প্রে । মি কা ১ + ২ + ১ । ২+ ২ । ২ +২ ।। ২ + ২ । ১ + ২ + ১ । ২
(বীতশোক ভট্টাচার্য, ধাঁধা)

ছন্দ জিজ্ঞাসা, ছন্দ পরিক্রমা ও *নূতন ছন্দ পরিক্রমা* – এই তিনটি বইতে প্রবোধচন্দ্র-কৃত যতিলোপের সব ক-টি দৃষ্টান্ত এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তালিকাভুক্ত চর্যাপদ থেকে বিশ শতকের সাতের দশক এই পরিসরের নির্বাচিত উদাহরণগুলির ছন্দোবিশ্লেষ করে এই সম্ভাব্য সমাধানের পথ পেয়েছি যে, যান্ত্রিকভাবে পর্বমাত্রার সমবিভাজন না করে কবি-লিখিত তথা কবি-অভিপ্রেত ধ্বনিগুচ্ছের চাল অনুযায়ী উপযতি স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত।
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র* বইতে পর্বের বিভাজ্য অংশগুলিকে ‘পর্বাঙ্গ’ নামকরণ করে এ মত পোষণ করেছিলেন, “প্রত্যেকটি পর্ব দুইটি বা তিনটি পর্বাঙ্গের সমষ্টি”(২৬)। ৩ টি পর্বাঙ্গ বা উপপর্ব তিনি দেখিয়েছেন পয়ারবন্ধের ক্ষেত্রে। প্রবোধচন্দ্রও একটা সময়পর্বে তাই-ই করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মিশ্রবৃত্ত ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪ ধার্য করেন ও সেটিকে দুই উপপর্বে বিভাজ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করেন। প্রবোধচন্দ্র-কৃত পদ বিভাজন, পর্ব বিভাজন ও উপপর্ব-বিভাজন স্পষ্টভাবে ছন্দোসূত্র নির্মাণ করেছে, তাই তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেবল অঙ্ক মিলিয়ে

যান্ত্রিকভাবে উপপর্বের সমমাত্রাবিভাজন দোষমুক্ত নয়। এবং যতি লোপের দ্বারা তার সমাধান-চেষ্টাটিও ততোধিক সংকট উপস্থিত করে। অঙ্ক না মিললে বোর্ড মুছে দেওয়া কোনও প্রতিকার হতে পারমাধান

যতিলোপ তত্ত্বটি গ্রহণ না করে, বস্তুত তাঁর দেখানো পথেই সমাধান-সূত্র খুঁজতে চাইছি। তিনি প্রথম পর্বের প্রবন্ধে ও *ছন্দ পরিক্রমা* বইতে 'যৌগিক পর্ব' নামকরণ করে যতিলোপের দ্বারা মিশ্রবৃত্তের দুটি পর্বকে মিলিয়ে রেখেছিলেন ৩+৩+২ এই মাত্রা-বিন্যাসে। তাঁর শেষতম ছন্দোগ্রন্থ *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*-য় 'যুক্তপর্বক পদ' (২১) বলে অভিহিত করেন। ওই বইতে অধিপ্রস্বর ও উপপ্রস্বরের অবস্থান সূত্রে একটি বিশ্লেষণ-উদাহরণ (১৬)আছে। সেটি পুনরায় বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা দ্বারা আমার বক্তব্য স্পষ্ট করি -

হে মোর : দুর্ভাগা : দেশ ।। যাদের : করেছ : অপ। মান

অপ : মানে । হতে : হবে ।। তাহা : দের। সবার : সমান

মূল অভিসন্দর্ভে এটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা পেশ করেছি – ৩+৩+২ এর পরিবর্তে ৩ +১ ।। ৩ +১ এই মাত্রাবিন্যাস করলে যতিলোপ না ঘটিয়ে দুটি পর্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। উচ্চারণেও কোনও বাধা থাকে না।

যতিলোপ নয়, উপযতির অসমবিভাজন স্বীকার করাই এর সমাধান। কারণ যতি লঙ্ঘন করলে ছন্দের মূল কাঠামোটি আক্রান্ত হয়, তখনই ছন্দের শরীরে প্রকৃত ব্যঘাত ঘটে। যতি ও ধ্বনি – ছন্দের এই দুটি অঙ্গের মধ্যে কোনও একটিকে সাময়িকভাবেও অচল করা যায় না, করলে অঙ্গহানি ঘটে, ছন্দকে তা পঙ্গু করে দেয়।

গ্রন্থপঞ্জি

আচার্য, পিঙ্গল। *ছন্দঃসূত্রম্*। অনু. ভট্টাচার্য, সীতানাথ। কলকাতা : ছাত্র - পুস্তকালয়, ১৯৩১

কালিদাস (তথাপ্রচলিত)। *শ্রুতবোধঃ*, দ্বিতীয় সং। অনু. বিদ্যারত্ন, গুরুচরণ। কলকাতা : সান্যাল এন্ড কোম্পানি, ১৩১৫

গবেষণা পরিষদ। সম্পা. বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। *বাংলা ছন্দ সমীক্ষা*। কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৭

ঘোষ, শঙ্খ । *ছন্দের বারান্দা*। কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭১

চক্রবর্তী, উদয়কুমার । "কবিতার ভাষায় স্বরস্বনিম", *এবং মুশায়েরা,* কবি ও কবিতা বিশেষ সংখ্যা, শারদীয় ১৪১২। পৃ: ৩৭৩- ৩৮২

চৌধুরী কামিল্যা, মিহির। *নরহরি চক্রবর্তী জীবনী ও রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড। বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ । *ছন্দ*, তৃতীয় সং। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৭৬

তেওয়ারি, রামবহাল । *রবীন্দ্রনাথ ও পূর্বাঞ্চলীয় চার ভাষার ছন্দ*। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৩

দত্ত, সতেন্দ্রনাথ। *ছন্দ-সরস্বতী*। সম্পা. রায়, অলোক। কলকাতা : আনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৭৪

ন্যায়রত্ন, রামগতি। *বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব*, দ্বিতীয় সং। চুঁচুড়া : ১২৯৪

বিদ্যানিধি, লালমোহন। *কাব্যনির্ণয়*, সপ্তম সং। হুগলী : কাশীনাথ ভট্টাচার্য, ১৮৯৮

ভট্টাচার্য, তারাপদ । *ছন্দোবিজ্ঞান*। কলকাতা : বি. জি. প্রিন্টার্স এন্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১৯৪৮

ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ। *বাংলা ছন্দ*। কলকাতা : এম. সি. সরকার এন্ড সন্স (প্রাইভেট) লিমিটেড্, ১৩৬২

মজুমদার, মোহিতলাল। *বাংলা কবিতার ছন্দ*, দ্বিতীয় সং। হাওড়া : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৫

মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন । *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং। কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪০

রায়, দিলীপকুমার ।*ছান্দসিকী*। কলকাতা : দি কাল্চার পাবলিশার্স, ১৩৪৭

রায়, নন্দকুমার। *ব্যাকরণ দর্পণ*। কলকাতা : বঙ্গদেশীয় সোসাইটি, ১২৫৯

রায়, রামমোহন। *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*। কলকাতা : স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮৪৫

রায়চৌধুরী, ভুবনমোহন। *ছন্দঃকুসুম*। কলকাতা : যদুনাথ ঘোষ, ১২৭০

সরকার, পবিত্র। *ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ*। কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৯

সূরি, গঙ্গাদাস। *ছন্দোমঞ্জরী*। অনু. ভট্টাচার্য, রামধন। কলকাতা : মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ১৯৩৫

সেন, নীলরতন। *বাংলা ছন্দবিবর্তনের ধারা*, দ্বিতীয় সং। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬

সেন, প্রবোধচন্দ্র। *ছন্দ জিজ্ঞাসা*। কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭২

ছন্দ পরিক্রমা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং। কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিশিং হাউস, ২০০৭

নূতন ছন্দ পরিক্রমা। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১

বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তার অগ্রগতি। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৯

Allen, Wilson Gay. *American Prosody* Octagon. New York : Octagon Books,1978

Bayfield, M. A. *The Measures Of the Poets*. Cambridge : University Press,1919

Churchyard, Henry. Vowel Reduction in Tiberian Biblical Hebrew as Evidence for a Sub-foot Level of Maximally Trimoraic Metrical Constituents. *Arizona Phonological Conference : Volume 2*, edited by S. Lee Fulmer et al., Department of Linguistics, University of Arizona, 1989. http: // hdl. Handle. Net / 10150/ 27254. Accessed 15 June 2018

Halhed, Brassey Nathaniel. *A Grammar of the Bengal Language*. Hoogly : Endors Press, 1778

Hall, Morris ; Vergaund, Jean- Roger. *An Essay On Stress Current Studies in Linguistics*. Massachusetts : MIT,1990

Holme, James William. *English Prosody*. Bombay, Calcutta, Madras, London, New York : Longman Green and Co.,1922

Leech, N. Geoffrey. *A Linguistic Guide To English Poetry.* Harlow : Longman Group Limited,1983

Saintsbury, George. *Historical Manual of English Prosody*. London, Bombay, Calcutta, Madras, Melbourne : Macmillan and Co.Limited, 1930

আকর গ্রন্থ তালিকা

আচার্যচৌধুরী, রমেন্দ্রকুমার। *কবিতা সমগ্র*। কলকাতা : দি সী বুক এজেন্সি, ২০১৩

ইসলাম, নজরুল। *সঞ্চিতা*। কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরী, ২০০২

কাঞ্জিলাল, পার্থপ্রতিম। *কথাজাতক*, পঞ্চম সংকলন। সম্পা. গুপ্ত, অমিতাভ। কলকাতা : জ্যৈষ্ঠ ১৪১০

কাহ্নপাদ। দাশ, নির্মল । *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

কাহ্নুপাদ। দাশ, নির্মল । *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

কুক্কুরীপাদ। দাশ, নির্মল । *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

গাঙ্গুলি, মানিকরাম। *ধর্মমঙ্গল*। সম্পা. দত্ত, বিজিতকুমার; দত্ত, সুনন্দা। কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯

শ্রেষ্ঠ কবিতা। ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৩

গুণ্ডরীপাদ। দাশ, নির্মল । *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সম্পা. রায়, আলোক। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

গুপ্ত, বিজয়। *মনসামঙ্গল*। সম্পা. বিশ্বাস, অচিন্ত্য। কলকাতা : অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০০৯

গুপ্ত, মণীন্দ্র।*কবিতাসংগ্রহ*। কলকাতা : আদম, ২০১১

গুহ, কালীকৃষ্ণ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪

গোবিন্দদাস। *বৈষ্ণব পদসঙ্কলন*। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

গোস্বামী, জয়। *কবিতাসংগহ*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০

ঘোষ, শঙ্খ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯

কবিতা সংগ্রহ ১। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং ১৩৮৭

চক্রবর্তী, অমিয়। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩

চক্রবর্তী, মুকুন্দ। *চণ্ডীমঙ্গল*। সম্পা. সেন, সুকুমার। কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭

চক্রবর্তী, সুব্রত। *কবিতা সংগ্রহ*। কলকাতা : পরম্পরা প্রকাশন, ২০১৫

চক্রবর্তী, ভাস্কর। *দেশ-এর কবিতা ১৯৮৩-২০০৭*। সম্পা. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১

চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪

চণ্ডীদাস।*বৈষ্ণব পদসঙ্কলন*। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

চণ্ডীদাদ পদাবলী। কলকাতা বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৯৬

চৌধুরী, গৌতম।*কলম্বাসের জাহাজ*। কলকাতা : রাবণ, ২০১৬

জ্ঞানদাস। *বৈষ্ণব পদসঙ্কলন*। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সম্পা. সোম, শোভন। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গীতবিতান,* অখণ্ড সংস্করণ। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০০

রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০২

রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮৫

রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮৫

রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৪৮

সঞ্চয়িতা। কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬২

দত্ত, অজিত। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭

দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ। *আধুনিক বাংলা কবিতা*। সম্পা. বসু, বুদ্ধদেব। কলকাতা : এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮

কুহু ও কেকা। কলকাতা : অজিত শ্রীমানী, ১৯৪১

দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০১

দত্ত, সুধীর। *কবিতাসংগ্রহ*। কলকাতা : আদম, ২০১২

দাশ, জীবনানন্দ। *মহাপৃথিবী*। কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ১৪১৫

দাশ, রণজিৎ। *ধানখেতে বৃষ্টির কবিতা*। কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩

দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন। *কবিতাসংগহ,* দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭

দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু। *কবিতা সমগ্র*। কলকাতা : প্রমা প্রকাশনী, ২০০৯

দাশগুপ্ত, মৃদুল। *কবিতাসমগ্র*। কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৫

দাস, দিনেশ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩

দাস, বলরাম। *বৈষ্ণব পদসঙ্কলন*। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

দে, বিষ্ণু। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৫

দেবী, প্রিয়ম্বদা। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

দেবী, সরোজকুমারী। *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০৬

দেবী, স্বর্ণকুমারী। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

পণ্ডিত, শরৎচন্দ্র। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সম্পা. সিংহরায়, গোরা। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধান। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সম্পা. বসু, সুশান্ত। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন। *অনুবর্তন*, সপ্তদশ বর্ষ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত। কলকাতা : চৈত্র ১৪১৪

বসু, উৎপলকুমার। *কবিতা সংগ্রহ*। কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০০৬

বসু, গৌতম। *কবিতাসংগ্রহ*। কলকাতা : আদম, ২০১৫

বসু, ফল্গু। *কবিতা সমগ্র*। কলকাতা : রাবণ, জানুয়ারি, ২০২০

বসু, বুদ্ধদেব। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫

বসু, মানকুমারী। *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০৬

বাগচী, যতীন্দ্রমোহন। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

বিদ্যাপতি। *বৈষ্ণব পদসঙ্কলন*। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

বীণাপাদ। দাশ, নির্মল । *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

ভট্টাচার্য, কমলাকান্ত। *শাক্ত পদাবলী*। সম্পা. রায়, অমরেন্দ্রনাথ। কলকাতা : কলিকাতা বিস্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

ভট্টাচার্য, সঞ্জয়। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : ভারবি ২০০১

ভট্টাচার্য, সুকান্ত। *ছাড়পত্র*। কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরি, ১৩৬২

ভুসুকপাদ। দাশ, নির্মল । *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ। *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০৬

মহাপাত্র, অনুরাধা। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

মিত্র, প্রেমেন্দ্র। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১১

মিত্র, দেবারতি। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০০

মুখোপাধ্যায়, বিজয়া। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০

মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ, ১৯৯৯

মুস্তোফী, নগেন্দ্রবালা। *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০৬

রায়, অন্নদাশঙ্কর। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : বাণীশিল্প, ১৪০৩

রায়, কামিনী। *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*। মুখোপাধ্যায়, অরুণ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

রায়, তুষার। *কাব্যসংগ্রহ*। সম্পা. অজয় নাগ। কলকাতা : ভারবি, ২০০৩

রায়, সুকুমার। *সুকুমার সমগ্র*। কলকাতা : পত্রভারতী, ২০১৮

রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র। *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯

রাহা, অশোকবিজয়। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : ভারবি, ১৯৯২

রুদ্র, সুব্রত। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০০

সরকার, অরুণকুমার। *কবিতাসমগ্র*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩

সরকার, যোগীন্দ্রনাথ। *ছড়া সমগ্র*। কলকাতা : কালিকলম, ২০০৩

সরকার, সুবোধ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

সিংহ, কবিতা। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮

সেন রজনীকান্ত। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সম্পা. ঘোষ, বারিদবরণ। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

সেন, রামপ্রসাদ। *শাক্ত পদাবলী*। সম্পা. রায়, অমরেন্দ্রনাথ। কলকাতা : কলিকাতা বিস্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

সেন, স্বদেশ। *আপেল ঘুমিয়ে আছে*। জামশেদপুর : কৌরব প্রকাশনী, ২০১৮

সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ।*মরীচিকা*। কলকাতা : ইন্ডিয়ান বুক ক্লাব, ১৩৩০